বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, দ্বাবিংশতিতম বর্ষ
সংখ্যা ১৪২৯-১৪৩০ বঙ্গাব্দ/জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
ISSN: 1605-7023 (Print)
DoI: https://doi.org/10.36609/blp.i22.576

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
http://journals.bpatc.gov.bd/index.php/blp

সমসাময়িক ছাত্র সম্প্রদায়ের সামাজিক মূলধনের পরিমাপ: হ্রাস বা পরিবর্তন যাচাইকরণে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নুমান মাহফুজ[১], মাহবুবুল আলম[২] এবং মোঃ হাসিবুল আলম[৩]

Abstract

Although social capital is an old notion, it only became a topic of scholarly and policy debate in the 1990s. Its significance in explaining economic and social issues has been widely debated in recent years. During the last decade, there has been a major increase in the literature on theoretical and empirical elements of social capital. Social capital is centered on social relationships, and its key components include social networks, civic involvement, reciprocity standards, and generalized trust. It is defined broadly as a collective asset consisting of shared norms, values, beliefs, trust, networks, social ties, and institutions that promote collaboration and collective action for mutual gain. The study is conducted to find out the current condition level of trust have towards teachers, administrative officials, peers, students and general people. It has been found that the engagement level of the students in formal and informal activity measuring on the basis of different scale. To measure of the engagement of civic cooperation among the level of the students. The study is an exploratory and descriptive research where survey method has been used on the basis of multistage sampling in mixed approach. The study is based on primary data from four selected educational institutions in Old Dhaka based on a cluster sampling method. Finding of the study prove that the level of trust, helping others, and engagement of civic co-operation are some slightly change and some decline. The respondent cited the ongoing change in social structure as the cause of the results as well as the inability of people to engage with unified phenomena.

ভূমিকা

সামাজিক পুঁজি একটি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক শব্দ যা সম্প্রদায়িক স্তরে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক বোঝার জন্য উপযোগী এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রচেষ্টাতেও ব্যবহার

[১] সহকারী অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০
[২] প্রভাষক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০
[৩] স্নাতক গবষেণা সহকারী, লোকপ্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০
(সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি থেকে পৃষ্ঠা-৮৩, ৮৪, ৮৫)

করা যেতে পারে। সমসাময়িক পরিস্থিতিতে দেখা যায়, মানুষ বেশি ব্যক্তিগত চিন্তা করছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষ উন্নত জীবনযাপনের জন্য নিজের সুবিধার জন্য চিন্তা করে। কিন্তু সমস্যা হল যে, ব্যক্তিত্ববাদের চর্চা করতে হলে মানুষকে আরও আত্মকেন্দ্রিক হতে হয় । তাছাড়া পুঁজিবাদী বিশ্বে মানুষ প্রতিটি কাজকে অর্থনৈতিকভাবে পরিমাপ করার চেষ্টা করে এবং সমস্ত কাজ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে (স্কট,২০০৬)। অর্থনীতি ও জীবিকাকে এই গুরুত্ব দিতে গিয়ে মানুষ সামাজিক সম্প্রীতি, বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ, আস্থা, ভালোবাসা ও স্বকীয়তা নিয়ে চিন্তিত নয়। ফলে সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তাই সমাজ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় যেমন অপরাধ, দারিদ্র্য, অবিশ্বাস এবং সম্প্রীতির অভাব Teachman et, al. (1997)। মূলতঃ পাশ্চাত্যের স্কলাররাই ধারণার বিকাশ সাধন ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহে এই ধারনার ভিত্তিমূল নির্মাণ করছে OECD (2003)। এবং তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এটি সামাজিক পুঁজির মাধ্যমে সমাজে সহজেই সমাধান করা যেতে পারে Buonanno, et.al (2009)। কারণ সামাজিক পুঁজি হল একজন ব্যক্তির সম্পৃক্ততাকে সাম্প্রদায়িক কল্যাণে লাভে অনুবাদ করার একটি মাধ্যম। সামাজিক মূলধন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা পেতে সক্ষম করে; কিন্তু, কিছু পরিস্থিতিতে, কিছু দ্বারা সামাজিক পুঁজির শোষণের ফলে অন্যদের জন্য এর অভাব বা সামাজিক পরিত্যাগের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি হতে পারে Teachman (1997)। একই সাথে সফল সদস্যদের উপর আত্মীয় বা সংযুক্ত সদস্যদের অত্যধিক চাহিদা ঘনিষ্ঠভাবে বুনন, শক্তভাবে বুনা সম্প্রদায়ের সাফল্যকে দমিয়ে রাখে। একইভাবে, যদি নেটওয়ার্ক বা গোষ্ঠীগুলির ভাগ করা অভিজ্ঞতাগুলি চরিত্রগতভাবে নেতিবাচক হয়, সদস্যদের মূলধারার সমাজে যোগদান থেকে সক্রিয়ভাবে নিরুৎসাহিত করা হবে, কারণ এটি গোষ্ঠীর সমন্বয়কে দুর্বল করে Cohen D (2001)। আদিম সময়ে যেখানে লোকেরা একসাথে বসবাস করছে এবং তাদের পারস্পরিক বিশ্বাস এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। কারণ মানুষ পারস্পরিকভাবে কাজ করে এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান করে Svizzero, et. al (2014)। সেখানে এই সময়ে সামাজিক সম্প্রীতি বিদ্যমান। কিন্তু এখন মানুষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য হাতিয়ার ব্যবহার করছে বেশি। কিন্তু বিদ্যমান অর্থনীতির প্রচলন সমাজ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। গবেষণাটি প্রধানত সামাজিক সমাধানের দিকে সমস্যা এবং ঘটনাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ঢাকা মহানগরীর ছাত্রসমাজের মধ্যে সামাজিক পুঁজির ধরন কি কমছে নাকি পরিবর্তিত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করেই হবে সুষ্ঠু আলোচনা।

গবেষণায় যৌক্তিকতা

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিক পুঁজির ধারণার জন্ম দিয়েছে। "সামাজিক মূলধন" শব্দগুচ্ছটি বেশ কয়েকটি কাঠামোকে বোঝায় যা ব্যক্তিদের তাদের সম্প্রদায়ে তাদের অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে লোকেদের কাছে গ্রহনযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করে মঙ্গল অর্জনে সহায়তা করে। সারা বিশ্বের যেখানে বিভিন্ন দেশে এই দিক নিয়ে পড়াশোনা করার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা সামাজিক অবক্ষয় রক্ষার জন্য এই ধারণাটিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি করছে। এই টুলটি আলবেনিয়া এবং নাইজেরিয়াতে পাইলট-পরীক্ষা করা হয়েছে, শেখানো পাঠের আলোচনার সাথে Pronyk, et. al (2008) । তানজানিয়া সোশ্যাল ক্যাপিটাল সার্ভে অ্যাসোসিয়েশনাল মেম্বারশিপ এবং ট্রাস্টের তথ্য

সংগ্রহ করেছে এবং এটিকে পরিষেবা এবং কৃষি প্রযুক্তিতে প্রবেশের সাথে যুক্ত করেছে। পশ্চিম ইউরোপে যেমন যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি মূল্য পরিবর্তন এবং দেশের সামাজিক অবস্থা অন্বেষণ করার চেষ্টা করছে Muringani, et. al (2021)। বিশ্ব মূল্য সমীক্ষা, সময় ব্যবহার সমীক্ষা, ইউরো-ব্যারোমিটার হল সামাজিক পুঁজি পরিমাপের জন্য পরিমাপের সরঞ্জাম Eurobarometer (2005)। এই সরঞ্জামগুলি বর্ণনা করছে যে উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জাপানের মতো এশিয়ান দেশগুলিতে দক্ষিণ কোরিয়ার সোসাইটি বিষয়বস্তুর বর্তমান পরিস্থিতি জরিপের পদক্ষেপ নিচ্ছে। তাছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারতে এটি বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতে, বিষয়বস্তু সামাজিক বিজ্ঞান, উন্নয়ন অধ্যয়ন, এবং নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আলোচনার উপরে উল্লেখ করুন যে এই বিষয়বস্তুগুলি সমগ্র কাউন্টিতে গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কম এবং প্রভাব কম। তদুপরি, এই বিষয়বস্তুগুলি এই দেশে নতুনভাবে নামকরন করা হয়েছে। কিন্তু সহজে এই বিষয়বস্তু গ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই। কারণ সামাজিক পুঁজি সমাজে অনুপস্থিত থাকলে অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন স্থিতিশীল হতে পারে না। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি বক্তৃতা হিসাবে এটি নতুন প্রবর্তিত শৃঙ্খলার সাথে মোকাবিলা করার জন্য একটি দুর্দান্ত আবেদন রয়েছে একই সাথে উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের পর এবং সামাজিক পুঁজির উপর পদ্ধতি প্রয়োগ করে অন্যান্য অনেক দেশ যেমন সফল হয়েছে তেমনি বাংলাদেশেরও তা করা উচিত ছিল।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরের ছাত্র সমাজের মধ্যে সামাজিক পুঁজি কমছে নাকি পরিবর্তিত হচ্ছে তা পরিমাপ করাই সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। স্বভাবজাত বিবেচনায় বিস্তৃত স্তরের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ;

- শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকর্মী, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ছাত্রদের আস্থার স্তরের পরিমাপ করা।
- দেশের সরকারী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাসের স্তর চিহ্নিত করা।
- আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কে নিযুক্ত ছাত্রদের সংখ্যা এবং এই ধরনের জড়িত হওয়ার ফলাফল সনাক্ত করা।
- ছাত্রদের মধ্যে নাগরিক সহযোগিতার স্তরের তদন্ত করা, অর্থাৎ যৌথ পদক্ষেপের সমস্যায় সহযোগিতা করার ইচ্ছা।
- ছাত্র সমাজে সামাজিক পুঁজির ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া।

[4] Bourdieu P (1986). The forms of social capital. In J Richardson (Ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. (pp. 241-258). Westport, CT: Greenwood Press.

ঐতিহাসিক পরিক্রমা এবং ধারণাগত দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক পুঁজি একটি বহুমুখী ধারণা যা বিস্তৃত সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্য ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে, এটি সম্প্রতি একটি খুব জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় ধারণা হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল ব্যাখ্যা করার জন্য ক্রমবর্ধমান সংখ্যক সমাজবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদদের দ্বারা ধারণাটি ব্যবহার করা হয়েছে[৪]। সামাজিক পুঁজির উৎসটি অ্যাডাম স্মিথ এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি ম্যাক্স ওয়েবারের মতো সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যারা অর্থনৈতিক ঘটনার জন্য সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন (Guiso et, al.2006)। অন্যদিকে সামাজিক মূলধনের ধারণা একটি সাময়িক সমস্যা হিসাবে, ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে চালু করা হয়েছিল এবং তারপর থেকে এটি অধ্যয়নের আগ্রহকে বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও সামাজিক পুঁজির বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন এখনও তার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে এই বিষয়ে সাহিত্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক পুঁজির কোন সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। এটি প্রায়শই একটি বাস্তবসম্মত এবং অ্যাডহক পদ্ধতিতে সংজ্ঞায়িত এবং পরিমাপ করা হয় (ভ্যান শাইক, ২০০২)। বর্ধিত আগ্রহ এবং বিভিন্ন অধ্যয়নের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ধারণা এবং পরিমাপ পদ্ধতিটি সূক্ষ্ম-সুরক্ষিত হয়েছে। এই মুহূর্তে, সামাজিক মূলধনের সংজ্ঞা এবং প্রধান উপাদানগুলির উপর কিছু চুক্তি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সামাজিক পুঁজি একটি বস্তুগত ধারণার চেয়ে একটি বিমূর্ত ধারণা বেশি। আস্থা, নিয়ম এবং অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের ধারণা সামাজিক পুঁজির তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু, যা মনে করে যে "সামাজিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ"[৫]। সামাজিক পুঁজি হল একটি বহুমুখী ঘটনা যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক নিয়ম, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আস্থা, বাধ্যবাধকতা, সম্পর্ক, নেটওয়ার্ক, বন্ধু, সদস্যপদ, নাগরিক সম্পৃক্ততা, তথ্য প্রবাহ, এবং প্রতিষ্ঠান যা পারস্পরিক সুবিধার জন্য সহযোগিতা এবং সম্মিলিত পদক্ষেপকে উৎসাহিত করে এবং অবদান রাখে[৬]।

সমসাময়িক একাডেমিক গবেষণায় সামাজিক পুঁজি দুটি উপায়ে অধ্যয়ন করা হয়। প্রথমটি, সমাজবিজ্ঞানী রোনাল্ড বার্ট, ন্যান লিন এবং আলেজান্দ্রো পোর্টেস দ্বারা তৈরি করা সম্পদগুলিকে বোঝায় (যেমন তথ্য, ধারণা এবং সমর্থন) যা ব্যক্তিরা তাদের আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়াগুলির ফলে পেতে পারে। এই সম্পদগুলি ("পুঁজি") এই অর্থে "সামাজিক" যে সেগুলি কেবলমাত্র এই মিথস্ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা এবং ব্যবহার করা যেতে পারে, যা শারীরিক (সরঞ্জাম, প্রযুক্তি) বা মানব (জ্ঞান, দক্ষতা) পুঁজির বিপরীতে, যা মৌলিকভাবে পৃথক সম্পত্তি। একটি নেটওয়ার্কের গঠন যা কার সাথে যোগাযোগ করে, কত ঘন ঘন, এবং কোন অবস্থার মধ্যে এটির মাধ্যমে কত টাকা প্রবাহিত হয় তার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে। নেটওয়ার্কের কৌশলগত অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা, বিশেষ করে যাদের সম্পর্কগুলি

[5] Coleman JS (1988) Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology 94: S95–S120

[6] Shah, D. V. (1998). Civic engagement, interpersonal trust, and television use: An individual-level assessment of social capital. Political Psychology 19(3), 469– 496.

[7] Bowels, S., & Gintis, H. (2004). Persistent parochialism: Trust and exclusion in ethnic networks. Journal of Economic Behavior & Organization, 55 (5), 1-23.

প্রধান গোষ্ঠীগুলিকে অতিক্রম করে, তাদের সমবয়সীদের তুলনায় বেশি সামাজিক পুঁজি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে (বার্ট ২০০০)।

বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক এবং আনুষ্ঠানিক নাগরিক গোষ্ঠীতে একজনের জড়িত থাকার প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি হল সামাজিক পুঁজির ধারণাগত বাক্যাংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময় উপায়ে যা একটি প্রদত্ত সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের সাথে যোগাযোগ করে, প্রতিবেশীদের সাথে কথোপকথন থেকে বিনোদনমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ থেকে পরিবেশগত সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলিতে যোগদান করা পর্যন্ত। এই বোঝাপড়ার মাধ্যমে, একটি সম্প্রদায়ের সহযোগী জীবনের একটি মানচিত্র এবং এটির সাহায্যে, তার নাগরিক স্বাস্থ্যের অনুভূতি তৈরি করা যেতে পারে[৭]। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা অপরাধ, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব একটি সম্প্রদায়ের সামাজিক পুঁজির (বা এর অভাব) সাথে বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্ত করা হয়েছে, যা নাগরিক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে যে সামাজিক পুঁজির নতুন রূপগুলিকে পূর্ববর্তী ধরণের মতোই তৈরি ও নির্মাণ করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ, প্রযুক্তিগত বা জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলে)। উচ্চ এবং নিম্ন আয়ের উভয় দেশই এই উদ্বেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। Pierre Bourdieu (১৯৮৩), অর্থনৈতিক তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত শব্দভান্ডার ব্যবহার করে, সামাজিক পুঁজির পুনর্মূল্যায়ন করেন। তিনি সামাজিক পুঁজিকে "অধিক বা কম প্রাতিষ্ঠানিক পারস্পরিক পরিচিতি এবং স্বীকৃতি সংযোগের দীর্ঘমেয়াদী নেটওয়ার্কের মালিকানার সাথে যুক্ত প্রকৃত বা সম্ভাব্য সম্পদের সমষ্টি" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন (পৃ. ২৪৯)। Bourdieu এর সংজ্ঞা মূলত যন্ত্রমূলক। তিনি ফোকাস করেন যে কীভাবে ব্যক্তিগত ব্যস্ততা সামাজিকতা বৃদ্ধি করে এবং গ্রুপের সামগ্রিক কার্যকারিতা উন্নত করে। তত্ত্ব অনুসারে, ব্যক্তিদের অবশ্যই সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় সংস্থান ব্যবহার করতে হবে কারণ তারা প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। Bourdieu (1983) সামাজিক মূলধনকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করেছে: (ক) সামাজিক সম্পর্ক, এবং (খ) জড়িত সম্পদের পরিমাণ এবং/অথবা গুণমান। যাইহোক, যেহেতু সামাজিক পুঁজির বক্তৃতা সাংস্কৃতিক লেনদেনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি পরিমাপ করা কঠিন, অর্থনৈতিক লেনদেনের বিপরীতে, অর্থনৈতিক বিনিময়ের বিশ্লেষণের মূল পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক বিনিয়োগের ফলাফলগুলিকে পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। মানব পুঁজির বিবর্তনের উপর ভিত্তি করে, সমাজবিজ্ঞানী জেমস কোলম্যান (১৯৯০) সামাজিক পুঁজির ভূমিকা পরীক্ষা করেন। কোলম্যান মানব পুঁজিকে মানব সম্পদের সম্মিলিত শক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা সম্প্রদায়ের কাছে উপলব্ধ এবং সাধারণত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তিনি দাবি করেছিলেন যে সামাজিক পুঁজি এমন মান এবং মূল্যবোধকে বোঝায় যা একক ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ নিয়ম এবং মূল্যবোধের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সেটিংয়ে প্রবেশকারীদের জন্য সম্পদ হিসাবে উপলব্ধ। কোলম্যানের মতে, একটি নির্দিষ্ট ধরণের সামাজিক পুঁজি এক পরিস্থিতিতে উপকারী হতে পারে কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে অকেজো বা এমনকি ক্ষতিকারক। যদি সম্পদগুলি "সঠিক" প্রেক্ষাপটে সমানভাবে সরবরাহ করা হয়, সফল ফলাফলগুলি সেগুলি অর্জন করার ব্যক্তির ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। যখন সম্পদ অসমভাবে বিতরণ করা হয় তখন ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পদগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে ব্যবহার করতে সফল হওয়ার সুযোগ/সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

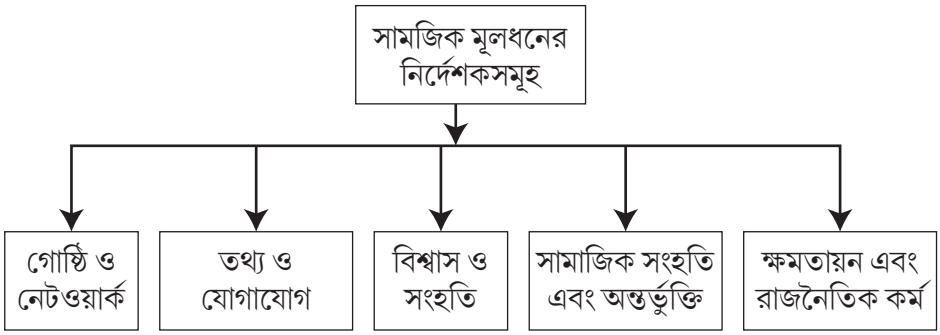

চিত্র ১: সামাজিক পুঁজির সূচক

সাহিত্য পর্যালোচনা

সামাজিক মুলধন ধারণাটি উৎপত্তির পর থেকেই নানা রকম পরিক্রমা অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন সময়ে প্রেক্ষাপটের বিভিন্নতার ফলে এর বিকাশ বিভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। সামাজিক মুলধনের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং পরিমাপের জন্য ছাত্র সমাজের যথার্থতা নিম্নে বিভিন্ন সাহিত্য পর্যালোচনা করে তুলে ধরা হলো;

Singh & Koiri (2016) যুক্তি দেন যে সামাজিক পুঁজির উদ্দিষ্ট স্বাস্থ্যকর স্বীকৃতি, যা প্রতিষ্ঠান, সম্পর্ক এবং নিয়মগুলিকে বোঝায় যা একটি সমাজের মিথস্ক্রিয়ার গুণমান এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে, বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। অধিকন্তু, এটি বিশ্বাস, পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভাগ করা মূল্যবোধ এবং আচরণের উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের একত্রে আবদ্ধ করে এবং সহযোগিতামূলক পদক্ষেপের সুবিধা দেয়। সামাজিক বন্ধন, সেইসাথে তাদের সাথে সংযুক্ত নিয়ম এবং মূল্যবোধ, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৌলিকভাবে, এই ধরনের সামাজিক মূলধনের বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষকে সম্প্রদায় গঠন করতে, একে অপরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে এবং সামাজিক কাঠামো বুনতে সক্ষম করে।

শহীদুল ও অন্যান্য (২০১৫) দেখিয়েছেন কীভাবে ছাত্রদের মুলধন অবস্থাভেদে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরিতে ছাত্রদের মাঝে যদিও তারতম্য দেখা যায়। তারা মূলত দেখিয়েছেন দুটি আলাদা চলকের মাধ্যমে, একটি হলো পরিবার অন্যটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এবং দুটি ক্ষেত্রেই তাদের ফলাফল ইতিবাচক এসেছে অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণে পরিবার ও স্কুল উভয়েই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে তবে পরিবার বেশি শক্তিশালী ভুমিকা পালন করে থাকে। আমাদের স্টাডির মূল টার্গেট হচ্ছে ছাত্র সম্প্রদায় যাদের থেকে আসলে তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌছানো হয়েছে।

Acar (2011) সামাজিক মুলধনের সাথে একাডেমিয়ার যোগসূত্র দেখিয়েছেন। তিনি মৌলিকভাবে ফোকাস করেছেন কীভাবে একাডেমিক পড়াশোনার সাথে সামাজিক মুলধন জড়িত এবং এতদুভয়ের সংমিশ্রণে সফলতা আনয়ন সম্বভপর। এবং এখানে তিনি দুটি দৃষ্টিকোন আলোকপাত করেছেন, একটি হলো পরিবার অপরটি হচ্ছে সমাজ। উক্ত পর্যবেক্ষণ

থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক মুলধন পরিমাপের জন্য ছাত্র সম্প্রদায় অন্যতম বৃহৎ একটি টার্গেট গ্রুপ। সেই দৃষ্টিকোন থেকে মূলধন পরিমাপে ছাত্র সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করে এই পর্যবেক্ষণটি পরিচালিত হয়েছে।

Huang (2009) নরওয়ের মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে ছাত্রদের মাঝে সামাজিক মুলধন পরিমাপ ও একাডেমিক পর্যায়ে তাদের সফলতার সাথে এর সংযোগ দেখানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ছাত্র সম্প্রদায়ের সামজিক মুলধন ও সফলতার ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিচারে ছাত্রদের বাড়ির পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট ও তাদের স্কুলের পরিবেশ বিবেচনায় এনেছেন। নিয়ন্ত্রিত চলক হিসেবে বয়স, লিঙ্গ, স্কুলের আকার, বাড়ির পরিবেশ বিবেচনা করা হয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষনের ফলাফল এটি নির্দেশ করে যে, ছাত্র সম্পদায়ের জন্য তাদের সামাজিক সম্পর্ক, বাবা মা, শিক্ষক ও পিয়ার গ্রুপের সাথে তাদের সম্পর্ক সামাজিক মুলধন বিনির্মাণে প্রধান ভুমিকা পালন করে এবং এটিই পরবর্তীতে তাদের সফলতার দিকে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। আমাদের স্টাডিতে নরওয়ের উল্লেখ্য মডেলের অনেকাংশই প্রয়োগ করা হয়েছে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্তরে বিভিন্নতা রয়েছে যা নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।

Ralf & Ozga (2005) স্কটল্যান্ডের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সম্প্রদায়ের মাঝে সামজিক মুলধন নির্ণয়ের লক্ষ্য নিয়ে পাঁচ বছর ব্যাপী চলমান একটি প্রোগ্রামের আওতায় ফলাফল বিবেচনা করা হয়েছে। সেখানে মূলতঃ যে সম্পর্কগুলো বিবেচ্য হয়েছে; ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সাথে পরিবার ও জনসম্প্রদায়ের সংযুক্তি, খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের মনোভাব, গ) স্টেকহোল্ডারদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্কের বিদ্যমান অবস্থা, ঘ) ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ও অভিভাবকদের দ্বারা স্কুলের ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক ফাংশনে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনের হার, ঙ) পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাড়া দেওয়ার তৎপরতা । আমাদের স্টাডিতে আলোচ্য ক্ষেত্রগুলোকে পরিমাপ করার জন্য বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পরিমাপ মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ডি ফিলিপস (২০০১) যুক্তি দেন যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট থিওরিস্ট, ফান্ডার এবং অনুশীলনকারীদের সামাজিক মূলধনে বর্তমান ফোকাস ভুল এবং সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি দাবি করে যে সামাজিক পুঁজি, রবার্ট পুটনাম এবং তার কাজের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত, একটি মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ ধারণা কারণ এটি সম্প্রদায়ের উৎপাদনে ক্ষমতার প্রশ্নগুলিকে উপেক্ষা করে এবং অর্থনৈতিক পুঁজি থেকে আলাদা। Kapucu (2011)সাম্প্রদায়িক নিয়ম, নেটওয়ার্ক এবং শাস্তির জটিলতার ফলে একজন ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা অর্জিত সম্পদের একটি সেটকে সামাজিক মূলধন বোঝায়। সামাজিক পুঁজি ক্ষুদ্র, মাধ্যমিক এবং বৃহৎ স্তরে পরীক্ষা, বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট করা হয়েছে এবং এটি একটি যৌথ এবং ব্যক্তিগত উভয় সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

রবার্ট পুটনাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা এবং ইতালীয় নাগরিকদের মধ্যে নাগরিক জীবনের পরিপক্কতার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখেছে মেকিং ডেমোক্রেসি ওয়ার্ক (পুটনাম, ১৯৯৩)। পুটনাম দাবি করেছেন যে, যখন লোকেরা একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং সহযোগিতা করে, তখন তারা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির উপর ভিত্তি করে সম্প্রদায় গঠন করতে পারে, যা বিশ্বাস এবং সহনশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে, নাগরিক ক্রিয়াকলাপে পারস্পরিক সংযোগের নেটওয়ার্ক হল সুখের চাবিকাঠি, এবং "অনেক গুণী কিন্তু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের একটি সমাজ সামাজিক পুঁজিতে অগত্যা সমৃদ্ধ নয়," যেমনটি পুটনাম কয়েক

বছর পরে বলেছিলেন (পুটনাম, ২০০০, পৃ. ১৯)।

গিডেনস (১৯৯০) অনুসারে বিশ্বাস ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সুস্পষ্ট পদ্ধতি হল পারিবারিক মূল দিয়ে শুরু করা, স্থানীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাইরের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং তারপরে শহর ও জাতির মতো বড় সিস্টেমে প্রসারিত হওয়া। পরিবারের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াগুলি যেগুলি বৃহত্তর সিস্টেমগুলিতে প্রসারিত হয় (যেমন, স্কুল, স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকার) দুটি ধরণের বিশ্বাস তৈরি করে: যাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করি তাদের জন্য বিশ্বাস এবং যাদের সাথে আমরা স্থানিকভাবে যোগাযোগ করি না তাদের জন্য বিশ্বাস। যদিও প্রাথমিক বিশ্বাস বেশিরভাগই প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়া (অর্থাৎ, মানুষের বিশ্বাস) এর উপর ভিত্তি করে করা হত, গিডেন্স দাবি করেছিলেন যে আজকের সমাজে, প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়া আরও বিশ্বব্যাপী, বিশেষজ্ঞ-ভিত্তিক সিস্টেমে ধারণাগত বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে স্থানচ্যুত হয়েছে।

জেন জ্যাকবস (১৯৬১) "সামাজিক মূলধন" শব্দটি তৈরি করেছিলেন, যখন ধারণাটি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে লেখকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। অতি সম্প্রতি, সামাজিক পুঁজি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে জেমস কোলম্যান (১৯৯০), একজন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী যিনি ৮ জুন, ২০১১-এ ক্রিট বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক রাজধানী, সামাজিক অর্থনীতি এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ১৬১-এ আলোকপাত করেছেন। ১৯৮০ এবং রবার্ট পুটনাম থেকে (১৯৯৩), ১৯৯০-এর দশকে একজন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিখেছেন; এবং, অল্প বিস্তরে, Bourdieu (১৯৮৬) এবং Hirschman (New Economics Foundation, ২০০০)।

কার্ল মার্কস (১৯৬৭) সংহতির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, যা তিনি একই অবস্থা এবং পরিস্থিতি ভাগ করে নেওয়ার ফলে সংহতি এবং বন্ধুত্বের একটি রূপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। মার্ক্সের মতে, সংহতি এমন মান দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় যা মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে গ্রহণ করে এবং শেখানো যায় না। অন্যদিকে, সংহতি, এমন একটি আন্দোলন যা একটি জরুরী পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছিল এবং এতে এমন লোকদের জড়িত যারা একই ভাগ্য ভাগ করে নেয়, একে অপরের সাথে পরিচিত হয় এবং একে অপরের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। স্বভাবগতভাবে পরোপকারী স্বভাবের ব্যক্তিরা তাদের সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাদের প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে, যার ফলে একই সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের জন্য সুবিধা হয়।

১৯৬০ সালে ইতালির রবার্ট ডি. পুটনাম দ্বারা সামাজিক পুঁজি একটি কাঠামোগত হিসাবে গড়ে ওঠে। ধারণাটি নাগরিক সমাজের ধারণার সাথে এর উৎসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। প্রবণতাটি একটি বিস্তৃত সীমা ছাড়িয়ে অন্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। আস্থার স্তর, সম্পৃক্ততা এবং নাগরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল দৈনন্দিন সামাজিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনেও উন্নতি এবং পরিবর্তন আনে। সাহিত্য সেই মানদন্ডটি দেখায় যার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক সংহতি, সম্প্রীতি এবং বিমূর্ত আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজি হিসাবে পরিমাপ করা হয়।

ধারণাগত কাঠামো

গবেষণার শিরোনাম হল- ছাত্র সম্প্রদায়ের সামাজিক মূলধনের পরিমাপ: হ্রাস বা পরিবর্তন? ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরের ছাত্র সমাজের উপর একটি গবেষণা। সুতরাং এটিকে ৪টি ধারণায়

ভাগ করা যায়। যেমন: সামাজিক পুঁজি, ছাত্র, হ্রাস এবং পরিবর্তন।

সামাজিক মূলধন: সামাজিক মূলধনকে সামাজিক, অ-আনুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা নেটওয়ার্ক অভিনেতাদের দ্বারা নিয়ম, মান, পছন্দ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যগুলি বিতরণ করার জন্য তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহার করা হয়, তবে যা অভিনেতাদের ভাগ করে নেওয়ার ফলেও আবির্ভূত হয়। এই গুণাবলীগুলো

ছাত্র: ছাত্র হল এমন একজন ব্যক্তি যে কিছু শিখছে। শিক্ষার্থীরা শিশু, কিশোর বা প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে যারা স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে।

হ্রাস: শক্তি, সংখ্যা, গুণমান বা মান ধীরে ধীরে এবং ক্রমাগত ক্ষতি।

পরিবর্তন: একটি কাজ বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কিছু ভিন্ন হয়ে ওঠে।

চলকসমূহ: অধ্যয়নটি কয়েকটি মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা গবেষণার প্রশ্ন এবং উদ্দেশ্যগুলি বিকাশ ও বিশ্লেষণ করার জন্য আলোচনা করা হয়েছে। ধারণাগত কাঠামোটি অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন নির্দিষ্ট ধারণাগুলির মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপন করেছে। এই কাঠামোটি উদ্দেশ্য, গবেষণা প্রশ্ন এবং সাহিত্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। গবেষণার এই অংশে, নৈমিত্তিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন চলকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। চলক দুই ধরনের আছে:

- স্বাধীন চলক.
- নির্ভরশীল চলক

স্বাধীন চলক

স্বাধীন চলক হল যেগুলি অন্য চলক নয় এবং নির্ভরশীল চলক উপর যার প্রভাব বোঝা এবং সংজ্ঞায়িত করা উচিত (আমিনুজ্জামান, ২০১১)। এর অর্থ এমন চলক যা অন্য চলককে প্রভাবিত করে বা পরিবর্তন করে বলে মনে হয়। এটি ব্যাখ্যামূলক চলক হিসাবেও পরিচিত। এই গবেষণায় স্বাধীন চলক হল-

- সামাজিক-জনসংখ্যাগত পরিবর্তনশীল।
- আন্তঃব্যক্তিক বিশ্বাস।
- প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস।
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কে জড়িত থাকা।
- নাগরিক সহযোগিতা।

নির্ভরশীল চলক

নির্ভরশীল চলক হল সেইগুলি যা স্বাধীন চলক ফাংশনের ফল। প্রস্তাবিত গবেষণায় সম্ভাব্য নির্ভরশীল চলক হল "সৃজনশীল পাঠ্যক্রম শিক্ষা" ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা। স্বাধীন চলক এবং নির্ভরশীল চলকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক একটি চিত্র দ্বারা দেখানো হয়েছে:

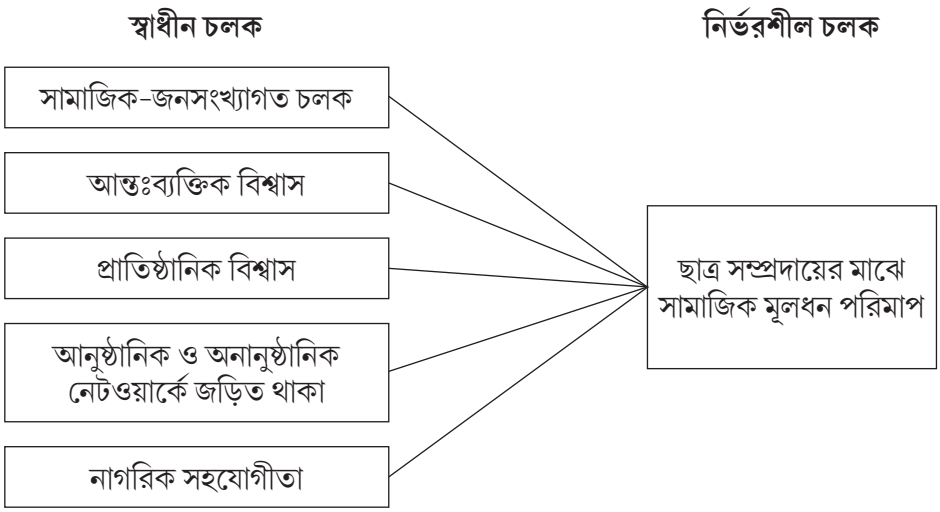

চিত্র ২: স্বাধীন চলক এবং নির্ভরশীল চলকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় গবেষণা পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কাঠামোবদ্ধ এবং অকাঠামোবদ্ধ উভয় জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করা হয় এবং উত্তরদাতাদের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। অধ্যয়নের জন্য ডাটা সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি ছিল ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থী যাদের মধ্যে ৫-৭ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে ১৭ বছরের বেশি একাডেমিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছাত্র পর্যন্ত অর্থাৎ সাকুল্যে ১১ বছর থেকে ২৩ বছর বয়সী শিক্ষার্থী। এটি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর নিয়ে গঠিত। গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে সকল নমুনা স্তরভিত্তিকভাবে (Cluster sampling) বিন্যাস করে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে। সর্বমোট নমুনা সমূহের মাঝে ১২ জন ছিলেন যাদের একাডেমিক অভিজ্ঞতা পাঁচ থেকে আট বছর, ১৮ জন নমুনা (অংশগ্রহনকারী) ছিলেন যারা নয় থেকে বারো বছর যাবত শিক্ষাজীবনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। সর্বাধিক ৫০ জন অংশগ্রহনকারী ছিলেন যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভিজ্ঞতা প্রায় তেরো থেকে ষোল বছর। সবশেষে সতেরো বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত এমন অংশগ্রহনকারী ছিলেন ২০ জন। এভাবে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও, মাধ্যমিক তথ্য বিভিন্ন বই, জার্নাল, নিবন্ধ, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন এবং দৈনিক সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে সমগ্রক ১০০০ জন শিক্ষার্থী থেকে নমুনা নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারনীকরণ করার জন্য পুরান ঢাকার চারটি নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্তরভিত্তিক বিন্যাসে প্রতি ১০ জনে ১ জন হিসেবে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নমুনা হিসেবে নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিকি নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেনী পর্যন্ত ১২ জন

শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে "ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল" থেকে। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী দশম শ্রেণী থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক ২য় বর্ষ পর্যন্ত ১৮ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে যথা; ক) পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল , খ) কে এল জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজ। ১৯ হতে ২২ বছর বয়স্ক স্নাতক সম্মানের ৫০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং সর্বশেষ একই প্রতিষ্ঠানের ২৩ ও তদুর্দ্ধ স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে ২০ জন। সাকুল্যে এই নির্বাচিত নমুনাসমূহের প্রদেয় জবাবের ভিত্তিতে গবেষণা ফলাফল নির্ণয় ও সাধারনীকরণ করা হয়েছে।

তথ্য উপস্থাপনা এবং বিশ্লেষণ

গবেষণা নকশার সমাপ্তির পরে, গবেষণার গবেষণা প্রশ্নগুলির আলোকে ডেটা এবং তথ্য সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা নিবন্ধে, তথ্য বিভিন্ন ফর্ম অর্জিত হয়. সামাজিক ধারণার ধারণার অধীনে, আস্থা, সম্পৃক্ততা এবং নাগরিক সহযোগিতার প্রভাব সম্পর্কে ছাত্রদের বিভিন্ন মতামত চিহ্নিত করা হয়। সমীক্ষার ফলাফল প্রদর্শনের জন্য টেবিল, চার্ট এবং গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। পরিসংখ্যানগত সরঞ্জামগুলি পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় ডেটা রেকর্ড এবং বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত মাইক্রোসফট অফিস, মাইক্রোসফট এক্সেল এবং এসপিএসএস এর মাধ্যমেও প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

সারণী ১: শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ।

শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা (বছর)	পুনরাবৃত্তি সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০৫-০৮	১২	১২
০৯-১২	১৮	১৮
১৩-১৬	৫০	৫০
১৭+...	২০	২০
সর্বমোট	১০০	১০০

[সূত্র: ঢাকা মেট্রোপলিটনে ফিল্ড সার্ভে, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২]

সারণি ১ দেখায় যে উত্তরদাতাদের অধিকাংশই ১৩-১৬ বছর ধরে একাডেমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ফলে তাদের বয়সসীমা দাড়ায় ১৯ থেকে ২২ বছর। এবং তারা অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি যারা নাগরিক সহযোগিতার সাথে বিশ্বাস এবং ব্যস্ততার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর তাদের রায় দিতে পারে। একটি ন্যূনতম সংখ্যক প্রতিক্রিয়া ১২ বছরেরও কম অভিজ্ঞ তথা ১৮ বছর বয়সী ছাত্রদের কাছে এসেছে এবং সর্বাধিক অভিজ্ঞ তথা ২৩ উর্ধ বয়সী ছাত্রদের কাছ থেকে মাঝারি স্তরের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে, আশা করি এটি তাদের যোগ্যতা এবং মতামতের ভিত্তিতে একটি যৌক্তিক ফলাফল নিয়ে আসবে।

সারণি ২: ধর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ।

ধর্ম	পুনরাবৃত্তি সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ইসলাম	৭৪	৭৪
হিন্দু	২৬	২৬
সর্বমোট	১০০	১০০

[সূত্র: ঢাকা মেট্রোপলিটনে ফিল্ড সার্ভে, জানুয়ারি -মার্চ, ২০২২]

সারণি ২ ধর্মের ভিত্তিতে নির্দেশক চিত্রিত করে। এখানে বেশিরভাগ উত্তরদাতা মুসলমানদের থেকে এসেছে এবং এটি প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং অন্য চতুর্থাংশ হিন্দু ধর্মের।

সারণি ৩: উত্তরদাতাদের কাছ থেকে আন্তঃব্যক্তিক বিশ্বাস।

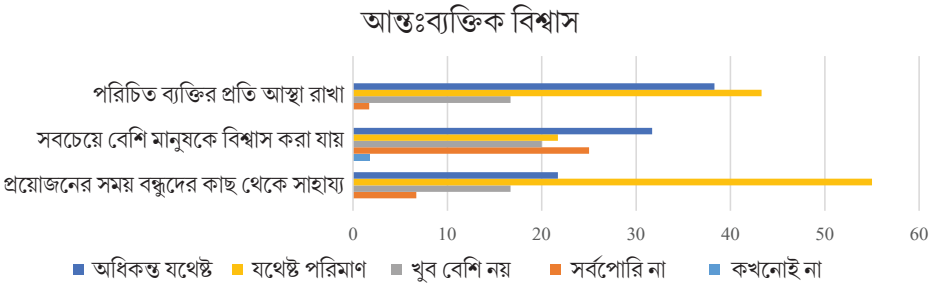

[**সূত্র:** ঢাকা মেট্রোপলিটনে ফিল্ড সার্ভে, জানুয়ারি -মার্চ, ২০২২]

সারণি ৩ একটি আশা প্রদর্শন করে যে প্রথম ধারার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাহায্য করে যা জরুরী পরিস্থিতিতে বন্ধুদের কাছ থেকে আসে যদিও একটি মধ্যপন্থী স্তর প্রধান ব্যক্তিদের সাথে ধারণাটি অস্বীকার করেছে। চতুর্থাংশ উত্তরদাতা জনগণকে মোটেই বিশ্বাস করতে পারে না যেখানে প্রায় অর্ধেক মানুষ ইতিবাচক উপায় হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন। এই সবগুলির মধ্যে একটি বড় বিষয় হল যে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বদা প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোককে বিশ্বাস করে যা সামাজিক পুঁজি সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ সংহতি এবং মহান চুক্তি তৈরি করে।

সারণি ৪: সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার স্তর।

ক্ষেত্র	কখনোই না (%)	সর্বপোরি না (%)	খুব বেশি না (%)	যথেষ্ট পরিমাণ (%)	অধিকন্তু যথেষ্ট (%)
স্থানীয় স্বাস্থকেন্দ্র	১০	১৩.৩	৫১.৭	২৩.৩	১.৭
স্থানীয় ক্লাব	১৩.৩	১৬.৭	৪	২৩.৩	১.৭
পরিবার	০	৩.৩	১৬.৭	১৬.৭	৭৩.৩
বন্ধু-বান্ধব	০	৩.৩	১৩.৩	৪৮.৩	৩৫

[**সূত্র:** ঢাকা মেট্রোপলিটনে ফিল্ড সার্ভে, জানুয়ারি -মার্চ, ২০২২]

সারণি ৪ দেখায় যে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতি আস্থার মাত্রা মূল্যায়নে দেখা যায় ইতবাচক মনোভাবের চেয়ে নেতিবাচক মনোভাবের পরিমান বেশি। উত্তরদাতাদের মাত্র এক পঞ্চমাংশ সেখানে বিশ্বস্ত লোক হিসাবে যেতে পারে। সামাজিক ক্লাবকেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো নেতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হয়। সমস্ত সামাজিক অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে পরিবার হল বিশ্বস্ত একক। পরিবার হল শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের উৎস যেখানে লোকেরা তাদের আশা এবং সমর্থন পায়। বন্ধুরাও পরিবারের মতোই কিন্তু পরিবারের তুলনায় নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কম নির্ভরতার জন্য কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

সারণি ৫: প্রতিবেশী ইনস্টিটিউট এবং আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সংস্থার সাথে সংযুক্তির স্তর।

ক্ষেত্র	কখনোই না (%)	সর্বপোরি না (%)	খুব বেশি না (%)	যথেষ্ট পরিমাণ (%)	অধিকন্ত যথেষ্ট (%)
সাংস্কৃতিক সংগঠন	৫	১৬.৭	২৩.৩	৫১.৭	৩.৩
সহ-শিক্ষা কার্যক্রম	৩.৩	১৩.৩	২১.৭	৪	১৬.৭
স্থানীয় সংগঠন	১১.৩	১৩.৩	২৮.৩	৪০	৬.৭
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংগঠনিক সংযুক্ততা	১.৭	১৫	১৫	৫৫	১৩.৩৩

[**সূত্র:** ঢাকা মেট্রোপলিটনে ফিল্ড সার্ভে, জানুয়ারি -মার্চ, ২০২২]

সারণি ৫ দেখায় যে বিভিন্ন স্তরের সংগঠনে অংশগ্রহণ বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তিত হয়, একইভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদেরও এতে অংশ নেওয়ার কয়েকটি সুযোগ থাকে যখন কলেজ ছাত্ররা তাদের শিক্ষাগত জীবনের মধ্যে তাদের যাত্রা শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ওঠার পর অবশেষে এটি প্রস্ফুটিত হয়। সাংস্কৃতিক ক্লাবে অংশগ্রহণের স্তরের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ইতিবাচক অনুপাত রয়েছে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে সাংস্কৃতিক ক্লাবে অংশগ্রহণের অনুপাতের অনুপাত সমান। লোকাল এরিয়া ক্লাবিং-এ সংযুক্তির স্তর মোট প্রতিক্রিয়ার প্রায় অর্ধেক রয়েছে, একই সময়ে বাকি লোকেরা এর অংশ হতে আগ্রহী নয়, তাই এটি একটি বিপরীত সম্পর্ক। সাংস্কৃতিক ক্লাবিং এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যস্ততার স্তর উচ্চতর হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শীর্ষে পৌঁছেছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং মিডিয়া জুড়ে তাদের সম্ভাবনা এবং যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে।

সারণি ৬: নাগরিক সহযোগীতার স্তর

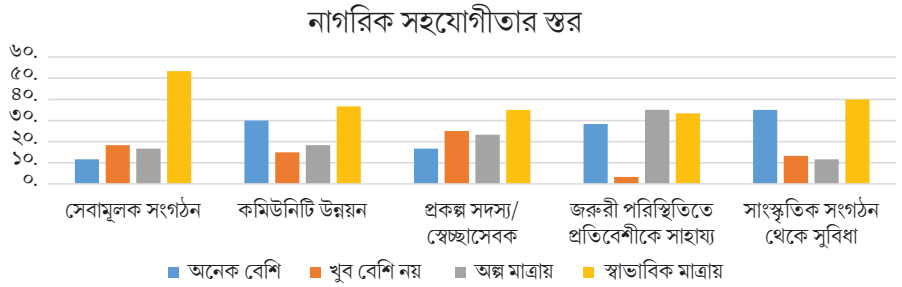

[**সূত্র:** ঢাকা মেট্রোপলিটনে ফিল্ড সার্ভে, জানুয়ারি -মার্চ, ২০২২]

লক্ষ্যবস্তু এলাকা থেকে সমসাময়িক ছাত্র সমাজ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে চিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এটা দেখায় যে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই নাগরিক সহযোগিতার সাথে সাগ্রহে জড়িত এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী গড় অনুপ্রেরণার সাথে জড়িত। এর প্রান্তিক অনুপাতের কারণে নেতিবাচক দিকগুলি অনুপস্থিত। স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম বা নাগরিক সহযোগিতা স্তরে যেকোনো প্রকল্পের সদস্যপদে পূর্বের মতো উচ্চ প্রেরণা রয়েছে, যেখানে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডে জড়িত কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী এই ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম হল নাগরিক সহযোগিতা পরিমাপের একটি প্রধান মান যেখানে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে, শুধুমাত্র খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীর অনুপ্রেরণা কম থাকে যা খুব সহজ উপায়ে উন্নত করা যেতে পারে। প্রতিবেশীদের অসুস্থতার সময় তাদের জরুরী পরিস্থিতিতে সাহায্য করা সমসাময়িক ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান সংখ্যক উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রচুর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং সহযোগিতার অনেক ইতিবাচক বাহ্যিকতা রয়েছে, একইভাবে এটি অন্যান্য সংস্থার সাংস্কৃতিক ধারার সাথে জড়িত থাকার ফলে অনেক সুবিধা নিয়ে আসে। নাগরিক সহযোগিতা স্তরের প্রতি তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সমাজে সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধির সূচক নিশ্চিত করে যেখানে প্রত্যেকেরই অন্তর্ভুক্তি রয়েছে।

অনুসন্ধান এবং আলোচনা

গবেষণাটি সামাজিক পুঁজির বর্তমান অবস্থা এবং এটি পরিবর্তিত বা হ্রাস পেয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার একটি বিশদ প্রয়াস। এবং পর্যালোচনা করা সমস্ত ডেটাতে এটি প্রদর্শিত হয়েছে যে সামাজিক পুঁজির কিছু উপাদান পরিবর্তিত হয়েছে, যখন মাত্র কয়েকটি হ্রাস পেয়েছে। সামাজিক মূলধন তিনটি প্রধান দিকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল;

- আস্থার স্তর।
- সংযুক্ততার স্তর।
- নাগরিক সহযোগিতার স্তর।

আস্থার স্তর

বিশ্বাস একটি বিমূর্ত জিনিস যা শ্রেণী পার্থক্যের তারতম্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। এই গবেষণায় বিশ্বাসের স্তর পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনটি প্রধান স্তরবিন্যাসে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এই তিনটি প্রধান স্তর হল পরিবার, বন্ধু এবং সাধারণ মানুষ।

উত্তরদাতাদের অধিকাংশের একাডেমিক অভিজ্ঞতা ১৩ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে যাদের বয়স ১৯ থেকে ২২ বছর এবং তারা একাডেমিক প্রোগ্রামে নথিভুক্ত; তারা অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি যারা আস্থা এবং ব্যস্ততার পাশাপাশি নাগরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত দিতে পারে। শিক্ষাজীবনে ১২ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছাত্রদের কাছ থেকে কম

সংখ্যক প্রতিক্রিয়া এসেছে, যখন সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছাত্রদের কাছ থেকে একটি মাঝারি স্তরের প্রতিক্রিয়া এসেছে, যা তাদের যোগ্যতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে একটি যৌক্তিক সমাধানের ফলাফল সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে, প্রথম ধারা যা বন্ধুদের কাছ থেকে জরুরী পরিস্থিতিতে আসে, তবে একটি মধ্যপন্থী স্তরের লোকেরা প্রধান ব্যক্তিদের সাথে চিন্তার বিরোধিতা করেছিল। পরিচিত মানুষের প্রতি আস্থা ও প্রয়োজনে বন্ধুর দ্বারা সাহায্যে ব্যাতিরেকে অন্যান্য মানুষের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের হার ক্রমহ্রাসমান (সারণি ৩)। তাদের সকলের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ক্রমাগত একে অপরকে বিশ্বাস করে, যার ফলে বিশুদ্ধ সংহতি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সামাজিক পুঁজির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

স্থানীয় স্বাস্থ্য কমিউনিটি সেন্টারে আস্থার মাত্রা বেশ কম; সামগ্রিক নমুনা সমূহের সিংহভাগ তাদেরকে ইতিবাচক যায়গা হিসেবে বিবেচনা করে না। এবং উত্তরদাতাদের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে সেখানে যেতে পারে। নেতিবাচক অর্থে, একটি সামাজিক ক্লাব একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরু অনুরূপ। সমস্ত সামাজিক অন্তর্দৃষ্টিগুলির মধ্যে, পরিবার সবচেয়ে বিশ্বস্ত একক। পরিবার হচ্ছে শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের উৎস, যেখানে লোকেরা আশা এবং সমর্থন খুঁজে পায়। বন্ধুরা পরিবারের মতোই, তবে পরিবারের তুলনায় নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে তাদের উপর কম নির্ভর করার জন্য সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আশাবাদ এবং হতাশাবাদের মধ্যে একটি তির্যক ভারসাম্যও রয়েছে।

সংযুক্ততার স্তর

বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণ বিভিন্ন স্তরে সংগঠনের ভিন্নতা রয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণের খুব কম সুযোগ পায়, যেখানে কলেজের ছাত্ররা তাদের শিক্ষাজীবনে তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও প্রতিক্রিয়া শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবেশের পর এটি ক্রমান্বয়ে পর্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়। সামগ্রিক চিত্রে, একটি সাংস্কৃতিক ক্লাবে অংশগ্রহণের একটি কার্যকরী অনুপাত রয়েছে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমে সাংস্কৃতিক ক্লাবের অংশগ্রহণের অনুপাত কার্যত বিপুল পরিমাণে গুরুত্ব বহন করে থাকে। স্থানীয় এলাকা ক্লাবিং-এ ব্যস্ততার পরিমাণ সমগ্র উত্তরের অর্ধেকেরও বেশি, কিন্তু বাকি লোকেরা এর অংশ হতে আগ্রহী নয়, তাই এটি একটি বিপরীত সম্পর্ক। সাংস্কৃতিক ক্লাব এবং সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে সংযুক্ততার পরিমাণ বাড়ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শীর্ষে পৌঁছেছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা একাধিক প্ল্যাটফর্ম এবং মিডিয়া জুড়ে তাদের সম্ভাব্য এবং যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে।

নাগরিক সহযোগিতার স্তর

এটি টার্গেট করা অবস্থানে বর্তমান ছাত্র সম্প্রদায় থেকে সংগৃহীত ডেটা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এটা দেখায় যে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই নাগরিক সহযোগিতায় উৎসাহীভাবে সক্রিয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক ছাত্র মধ্যম স্তরের অনুপ্রেরণার সাথে জড়িত। প্রান্তিক অনুপাতের কারণে, কোন নেতিবাচক উপাদান নেই। স্বেচ্ছাসেবী ক্রিয়াকলাপ বা নাগরিক

সহযোগিতা স্তরে যে কোনও প্রকল্পে সদস্যপদের অংশ হিসেবে উচ্চ প্রেরণা রয়েছে, পূর্বের মতোই, যেখানে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কিন্তু ছাত্রদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই ধরনের কার্যক্রমে আগ্রহী নয়। অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে, নাগরিক সহযোগিতার মূল্যায়নের জন্য সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হল অন্যতম প্রধান মানদণ্ড; তবুও, ছাত্রদের একটি ছোট সংখ্যালঘুর অনুপ্রেরণা কম, যা সহজেই সংশোধন করা যায়। প্রতিবেশীদের তাদের প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করা, সেইসাথে তাদের অসুস্থতার সময়, আজকের ছাত্র সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ উত্তরদাতাদের কাছ থেকে একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছে। নাগরিক অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার অনেক ইতিবাচক বাহ্যিকতা রয়েছে এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার ফলে অনেক অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তির অংশীদার হওয়া যায়। নাগরিক সহযোগিতার স্তরে তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে যে সমাজে সামাজিক পুঁজির উন্নতির সূচকটি বজায় রাখা হয়েছে যেখানে প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত।

সুপারিশ

যে কোনো সিস্টেমের সফলতা নির্ভর করে এই সিস্টেমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কতটা গ্রহণ করেন তার উপর। জীবনের চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য সংযুক্ততার মাত্রা বাড়ানোর জন্য সকল স্টেকহোল্ডারের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করার অতীব প্রয়োজনীয়। স্থানীয় ক্লাবিং সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হারিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতি ও সাংগঠনিক চর্চা পুনরুদ্ধার করা খুবই প্রয়োজন। মানুষ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক প্রাণী (এরিস্টটল), ফলে নাগরিক কার্যক্রম এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সামাজিক পুঁজির উপর বৃহৎ পরিসরে নির্ভর করে, ছাত্রসমাজ এবং গণমানুষের মধ্যে নাগরিক সহযোগিতার স্তরের অবস্থার উন্নতি করা সেই অর্থে বিশেষ আবেদন রাখে। পরিবার হল আস্থার মূল কেন্দ্র বিন্দু, সেই শক্তির উৎস সংরক্ষণের জন্য একক পারিবারিক বন্ধন বাড়ানো অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় (Patulny R and Svendsen GLH, 2007)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাব অনুশীলনে অংশগ্রহণ আরও ব্যাপকভাবে উন্নত ও বহুলাংশে চর্চা করা উচিত। সামাজিক মুলধনের সাথে জীবন চলার পথে অনেক কিছুই জড়িত থাকে। নাগরিক সহযোগীতা ও সম্পৃক্ততা থেকে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল সম্পৃক্ততা মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে অধিকতর সংযুক্ত ও আত্নবিশ্বাসী করে তোলে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সামজিক মুলধন একটি প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠবে, যদিও অনেক আগেই উহা সমাজে বিদ্যমান একটি বিষয় তদুপরি আগত দিনগুলোতে এর প্রয়োজনীয়তা ও আরো বৃদ্ধি পাবে (Portes A, 1998)। সমসাময়িক ছাত্র সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্থিতাবস্থা তৈরির জন্য মিথস্ক্রিয়া এবং নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাপনা উক্ত স্তর বৃদ্ধি একটি মাইলফলক হতে পারে। লক্ষ্যযুক্ত বিষয়গুলো থেকে উপকৃত হবার হার নিশ্চিত করতে প্রতিটি স্তরে প্রতিটি স্টেকহোল্ডারকে জড়িত করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক উৎসব এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম ছাত্রসমাজের জনসাধারণের সম্পৃক্ততা এবং পারস্পরিক আস্থা রক্ষার জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

উপসংহার

সামাজিক পুঁজি বা মূলধন মতবাদটি গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল কিন্তু সম্প্রতি এটি যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। অল্প সময়ের মধ্যে এটি বিভিন্ন সমাজ ও পরিমন্ডলে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। এবং বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক পণ্ডিত উল্লেখ করেন যে সামাজিক পুঁজি অনুপস্থিত থাকলে বিকাশ টিকিয়ে রাখা যায় না (Portes, 1998)। তারা যুক্তি দেন যে, যদি এটি সামাজিক সম্প্রীতির পাশাপাশি বিদ্যমান থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অন্যান্য উন্নয়নও স্থায়ী হয়ে থাকে। সামাজিক পুঁজির কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও বিশেষজ্ঞ, গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং শিক্ষাবিদরা তাত্ত্বিক ও ফলিত কাঠামোতে বিতর্ককে উদ্দীপিত ও সমৃদ্ধ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন। এই সীমাবদ্ধতাগুলি সামাজিক পুঁজির আরও অধ্যয়নকে নিরুৎসাহিত করবে না যা, যে কোনও অঞ্চলের জন্য গতিশীল সর্পিল বিকাশের সুস্থ ধারাকে আরোও ত্বরান্বিত করে। সামাজিক বা নেটওয়ার্ক সম্পর্কের অন্তর্জাল এবং বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট একত্রে সম্মিলিত শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের পথকে গঠন করে। নেটওয়ার্ক, নিয়ম, বিশ্বাস, খ্যাতি এবং শুভেচ্ছা একটি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া যেখানে প্রতিযোগিতা মূলত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। সমীক্ষাটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রয়াস পরিমাপের বর্তমান অবস্থা সামাজিক পুঁজির পরিবর্তন বা হ্রাস? এবং সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সামাজিক পুঁজির কিছু উপাদানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং খুব কমই হ্রাস পেয়েছে।

তথ্যসূত্র

Acar. Erkan (2011), "Effects of social capital on academic success: A narrative synthesis" Educational Research and Reviews Vol. 6 (6), pp. 456-461, June 2011

Anderson, A., Park, J. & Jack, S. (2007). উদ্যোক্তা সামাজিক মূলধনঃ নতুন উচ্চ-প্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে সামাজিক মূলধনের ধারণা, International Small Business Journal, 25(3), 245-272

Bowels, S., & Gintis, H. (2004). Persistent parochialism: Trust and exclusion in ethnic networks. Journal of Economic Behavior & Organization, 55 (5), 1-23.

Bruce R. Scott, Chapter 2, Capitalism, Democracy and Development, June 27, 2006.

Bourdieu P (1986). The forms of social capital. In J Richardson (Ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. (pp. 241-258). Westport, CT: Greenwood Press.

Buonanno, Paolo & Montolio, Daniel & Vanin, Paolo. (2009). Does Social Capital Reduce Crime? Journal of Law and Economics. 52. 145-170. 10.1086/595698.

Catts. Ralph, Ozga. Jenny (2001). What is Social Capital and how might it be used in Scotland's Schools? JOUR (https://www.researchgate.net/publication/ 265354512)

Cohen D, Prusak L (2001). In good company. How social capital makes organizations work. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Coleman, J.S., 2003,'রিলিজিআস সোশ্যাল ক্যাপিটালঃ এর প্রকৃতি, সামাজিক অবস্থান এবং সীমার সি. স্মিথ (সম্পাদনা), রিলিজিয়ন অ্যাজ সোশ্যাল ক্যাপিটালঃ প্রোডাকশন দ্য কমন গুড, পৃষ্ঠা 33-48, বেলর ইউনিভার্সিটি প্রেস, ওয়াকো, TX.

Coleman JS (1988) Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology 94: S95–S120

হাসান, এস (2005) এশিয়ায় সামাজিক মূলধন এবং সামাজিক উদ্যোক্তাঃ লিঙ্কগুলি বিশ্লেষণ করা। এশিয়া প্যাসিফিক জার্নাল অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 27(1): 1-17

ইউনুস, এম., 2008, আগস্ট। সামাজিক ব্যবসাই সমাধান। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীদের লিন্ডাউ সভায় ভাষণে।

Cloete, A. (2014). Social cohesion and social capital: Possible implications for the common good. Verbum et Ecclesia, 35(3), 6 pages. https://doi.org/10.4102/ ve.v35i3.1331

DeFilippis, J. (2001). The myth of social capital in community development. Housing Policy Debate, 12(4), 781–806. https://doi.org/10.1080/10511482.2001. 9521429

Domenichini, E. C. (2007). Social capital in contemporary society: Decline or change. 65.

Eurobarometer (2005). Social capital from special eurobarometer. Available at: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_223_ en.pdf (Accessed 5 March 2021).

Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V. N., & Woolcock, M. (2004). Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. The World Bank. https://doi.org/10.1596/ 0-8213-5661-5

Healy, T. (2018). The measurement of social capital at international level. Social Capital, 24. Kapucu, N. (2011). Social Capital and Civic Engagement. 21.

Huang. Lihong (2009), "Social Capital and student achievement in Norwegian secondary schools". ELSEVIER, Learning and Individual Differences. Volume 19, Issue 2, June 2009, Pages (320-325)

Kay, A. (2006). Social capital, the social economy and community development. Community Development Journal, 41(2), 160–173. https://doi.org/10.1093/ cdj/bsi045

Muringani, Jonathan & Fitjar, Rune & Rodríguez-Pose, Andrés. (2021). Social capital and Economic growth in the regions of Europe. Environment and Planning A: Economy and Space. 53. 10.1177/0308518X211000059.

OECD (2003), https://www.oecd.org/innovation/research/1825848.pdf

Patulny R and Svendsen GLH (2007) Exploring the social capital grid: Bonding, bridging, qualitative, quantitative. International Journal of Sociology and Social Policy 27(1/2): 32–51.]

Portes, Alejandro. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology. 24. 1-24. 10.1146/annurev.soc.24.1.1.

Pronyk, Paul & Harpham, Trudy & Busza, Joanna & Phetla, Godfrey & Morison, Linda & Hargreaves, James & Kim, Julia & Watts, Charlotte & Porter, John. (2008). Can Social Capital be Intentionally Generated? A Randomised Trial from Rural South Africa. Social science & medicine (1982). 67. 1559-70. 10.1016/j.socscimed.2008.07.022.